দৈনিক খবর

তারিখ 02 JAN 1993
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

ভুল তথ্যের জন্য অনুদান বন্ধ করা হবে

ছাত্রী বেতন মওকুফে ক্ষতিগ্রস্ত স্কুলে ভর্তুকি প্রদানে নতুন নীতিমালা হচ্ছে

● এ এ এম হেলালউদ্দিন ● পল্লী এলাকার ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রী বেতন মওকুফে ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়ে সরকারী ভর্তুকি প্রদানে কঠোর শর্তাবলীসহ নতুন নীতিমালা প্রণীত হচ্ছে। ইতিপূর্বে ছাত্রী সংখ্যা ও ফি মওকুফে ভুয়া তথ্য প্রদানের মাধ্যমে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণের বিষয়টিও মন্ত্রণালয় পরীক্ষা করে দেখছে। এ ধরনের ত্রুটি ধরা পড়লে বা ভুল তথ্য পরিবেশন করলে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের সরকারী অনুদানসহ সকল অনুদান বন্ধ ঘোষণারও উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

দেশের পৌর কর্পোরেশন ও পৌর সভার বাইরে অবস্থিত বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যায়নরত ছাত্রীদের বেতম মওকুফ এবং ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তুকি প্রদানের সিদ্ধান্ত ১৯৯০ সালের ১লা জানুয়ারী হতে কার্যকর হয়। সূত্র জানায়, '৯০-এর ১লা জানুয়ারী হতে '৯১-এর ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে ভর্তুকি বাবদ ব্যয় ভার সরকারের রাজস্ব বাজেট হতে বহন করা হয়। এ সময়ে সরকার ১৮ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করে। ১৯৯১-৯২ অর্থ বছর হতে এ খাতে ভর্তুকি বাবদ ব্যয়ভার উন্নয়ন বাজেট হতে বহনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিক্ষা অধিদফতর হতে একটি প্রকল্প সারপত্র প্রণয়ন করা হলে গত ১লা জুলাই 'একনেক' তা অনুমোদন করে। প্রকল্পটি ইতিমধ্যে সংশোধিত এডিপিতেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সূত্র জানায়, চলতি বছরে পরিকল্পনা কমিশন এ প্রকল্পের জন্য ৯ কোটি ২৫ লাখ টাকা অবমুক্তির অনুমোদন প্রদান করে। কিন্তু ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রী বেতন মওকুফে ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়গুলো ভুয়া ছাত্রী সংখ্যা ও অতিরিক্ত ফি মওকুফ দেখিয়ে লাখ লাখ টাকা অতিরিক্ত অর্থ ভর্তুকি আকারে গ্রহণ করছে বলে মন্ত্রণালয় নিশ্চিত হয়েছে। এ জন্য অবমুক্তিকৃত অর্থ বরাদ্দেও জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। সূত্র জানায়, শিক্ষা অধিদফতর হতে জরুরী ভিত্তিতে ছাত্রী সংখ্যাসহ সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলোর সর্বশেষ প্রাসঙ্গিক তথ্য পাঠানোর জন্য আঞ্চলিক উপ-পরিচালকদের পত্র দেয়া হয়। সে অনুযায়ী যে তথ্য পাওয়া গেছে তাতেও ব্যাপক গড়মিল রয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণে দেখা যায়, সর্বমোট ৮ হাজার ৭৯৪টি বিদ্যালয়ে ৯ লাখ ৮৫ হাজার ৬৮৬ জন ছাত্রী অধ্যায়ন করছে। এ সংখ্যানুযায়ী প্রতিমাসে ১ কোটি ৯৭ লাখ ১৪ হাজার টাকা (ছাত্রী প্রতি মাসিক ২০ টাকা বেতন হারে) এবং বছরে ২৩ কোটি ৬৫ লাখ টাকা ভর্তুকি প্রয়োজন। কিন্তু মন্ত্রণালয় কর্তৃক ছাত্রী সংখ্যা ৯ লাখ ৬৭ হাজার এবং বার্ষিক ব্যয় ২৩ কোটি ২০ লাখ ৮০ হাজার টাকা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এ অবস্থায় নির্ধারিত ছাত্রী সংখ্যা ঠিক রাখতে হলে প্রকল্পিত ছাত্রী সংখ্যা আনুপাতিক হারে কমাতে হবে।

সূত্র জানায়, মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে উদ্ভূত জটিলতা নিরসনে এবং সার্বিকভাবে ভর্তুকির টাকা বিতরণের জন্য শিক্ষা অধিদফতরে দীর্ঘ পরীক্ষা-নীরিক্ষা শেষে নতুন নীতিমালা ও শর্তাবলী প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে পেশ করেছে। এসব প্রস্তাবের পক্ষে নীতিগত সমর্থন থাকায় অনুমোদন সাপেক্ষে প্রকল্প দলিলের নীতিমালার অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। নতুন নীতিমালা ও শর্তাবলীর মধ্যে রয়েছে (ক) ছাত্রী অধ্যায়নরত পল্লী এলাকার (পৌর এলাকার বাইরে) সকল স্বীকৃতি প্রাপ্ত ও অনুদানভুক্ত এবং একাডেমিক স্বীকৃতি প্রাপ্ত (অনুদানভুক্ত নয়) বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ই আপাততঃ ভর্তুকি পাবে। (খ) কোন সরকারী বিদ্যালয় ভর্তুকি পাবে না। (গ) ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীদের ফি মওকুফের অন্তর্ভুক্ত হবে না এবং ভর্তুকি পাবে না। (ঘ) কোন বেসরকারী বিদ্যালয় কর্তৃক ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীদের ফি মওকুফকরণ সম্পর্কিত ভুল তথ্য পরিবেশন করলে সে সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদিবাবদ প্রদেয় (৭০% হারে) সরকারী অনুদানসহ সকল অনুদান বন্ধ করে দেয়া হবে। (ঙ) ভর্তুকি প্রাপ্তির পূর্ব শর্ত হিসেবে প্রতি ছাত্রীকে প্রতি মাসে কমপক্ষে শতকরা ৭৫ ভাগ কর্ম দিবসে বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকতে হবে। এ বিষয়ে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অঙ্গীকার ও নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে। (চ) বিদ্যালয়ের যাবতীয় হিসেব-নিকাশ, শিক্ষার্থীদের হাজিরা এবং সকল পরীক্ষার বিস্তারিত ফলাফল পাকা বইয়ে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। (ছ) অনুদানপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ হতে ৮ম শ্রেণীর ছাত্রী প্রতি মাসিক বেতন ২০ টাকা হারে ধরে ছাত্রী সংখ্যার অনুপাতে মাসিক ও বাৎসরিক ভর্তুকির পরিমাণ নির্ধারণ ও প্রদান করা হবে। (জ) ভর্তুকির অর্থ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রদান করা হবে। (ঝ) ছাড়কৃত অর্থ মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা প্রধান হিসাব রক্ষণ কার্যালয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ে বিতরণ করা হবে।

সূত্র আরও জানায়, এসব প্রস্তাবিত নীতিমালা ১৯৯২-৯৩ অর্থ বছর হতেই কার্যকরের চিন্তা-ভাবনা চলছে। একই সাথে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভর্তুকির অর্থ বিতরণ ও হিসাব প্রদানেরও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়াহচ্ছে।